প্রবন্ধ

মিলাদ শরিফের আদব

মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন

মিলাদ শরিফ এমন এক বরকতমণ্ডিত আসর যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্ম বৃত্তান্ত তথা জীবন-চরিত ও শান-মান আলোচিত হয়। অন্য কোন নবী বা তার অনুসারীরা এমন বিরল অনুষ্ঠানের সৌভাগ্য লাভ করেননি। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর একক বৈশিষ্ট্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য- অনুসরণ, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি তাঁর শান-মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ও অকুণ্ঠ সমর্থনও প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। রাসূলের জীবদ্দশা তো বটেই, ওফাত পরবর্তী এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদার প্রশ্নে এটি জরুরি বিষয়। এমনিতেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রতি চূড়ান্ত সম্মান দেখানোর জন্য ক্বোরআন করীমের বহু আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বে না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, জানেন। হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করোনা ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মফলসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবর থাকবে না।

[আল-হুজুরাত, আয়াত- ১-২]

ক্বোরআনুল করীমের উপরিউক্ত আয়াতে করীরমার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, হুজুরের প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শন করা মূলত আল্লাহর প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শন করার শামিল। কতিপয় সাহাবীর হুজুরের আগে চলা নিয়ে এ আয়াতে করীমা নাযিল হয়েছে। তাই নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, জানেন আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রাসূলের দরবারে তোমাদের প্রতিটি কাজকর্ম ও ওঠাবসা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। খবরদার! যেন মাহবুবের প্রতি বেয়াদবি না হয়। আরো মনে রাখা জরুরি যে, হুজুরের প্রতি সামান্যতম বেয়াদবি প্রদর্শন করাও কুফুরি। কেননা, কুফরের কারণেই নেকীগুলো বরবাদ হয়ে যায়। যখন হুজুরের দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে নেকী গুলো বরবাদ হয়ে যায়, তখন অন্যান্য বেয়াদবির কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো জলিলুল কদর সাহাবীও যেখানে দরবারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর শান-মান রক্ষা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেখানে আমাদের মতো অধম পাপীদের সে দরবার বা অনুষ্ঠান নিয়ে সেকায়াত করার স্থান কোথায়?

আজকাল মিলাদ শরিফ নিয়ে অনেক মুসলমানের মনেই দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার অস্থিরতা বিদ্যমান। আধুনিক অনেক নব্য আলেমও আছেন যারা মিলাদ নিয়ে জু'মার খুতবায়, মিডিয়ায় ও পুস্তক-পুস্তিকায় এ ধরনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের লুকুচুরি খেলায় মত্ত। আমি চেয়েছি এ ধরনের জ্ঞানপাপী পণ্ডিতদের কাছে মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মহিমার বার্তাগুলো পৌঁছে দিতে যদি আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে তাদের সম্বিত ফিরে আসে। হুজুরের প্রতি আদব সংক্রান্ত আরো ইঙ্গিত ক্বোরআনে (সূরা ফাতহ, আয়াত-৯, সূরা হুজুরাত, আয়াত - ৪৯, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৩৩,৩৬, সূরা নূর, আয়াত- ৬৩, সূরা নিসা, আয়াত- ৬৫, সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৭, সূরা মাইদাহ, আয়াত- ১২, সূরা আনফাল, আয়াত- ৮) বিভিন্ন আঙ্গিকে বিধৃত আছে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন প্রকার কৃপণতা প্রদর্শন করাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

হে ঈমানদারগণ! (মহানবীকে) নিজেদের প্রতি মনোযোগি করতে 'আমাদের দিকে তাকান' এরূপ বলো না; বরং বিনয় সহকারে বলো যে, 'দয়া করে আমাদের প্রতি নজর দিন।' তারপর (তাঁর উপদেশ) মনোযোগ দিয়ে শোন। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১০৪]

আয়াতে করীমা দ্বারা বুঝা যায়-

১. হুজুরের শানে মানহানিকর শব্দ ব্যবহার করা হারাম। যদিও তাতে মানহানি করার উদ্দেশ্য না থাকে। মানহানি করার উদ্দেশ্যে বলা তো কুফরই। অনুরূপভাবে যে শব্দের দুটি অর্থ হয় ভালো ও মন্দ, এমন শব্দও আল্লাহ্ তা'আলা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যাতে বিধর্মীরা সেটার খারাপ অর্থ বের করার সুযোগ না পায়। আল্লাহ্ তা'আলাকে 'মিঞা' বলো না। কারণ 'মিঞা' মানে 'মালিকও', স্বামীও। সুতরাং আল্লাহকে মালিক অর্থে 'মিঞা' বলো না।

২. হুজুরের দরবারে আদব-কায়দা খোদ মহান রবই শিক্ষা দিয়েছেন। আর বিধানাবলী নিজেই জারী করেছেন। এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, হুজুরের শানে মানহানিকর শব্দ বলা কুফর। এ কারণে এরশাদ হয়েছে (''ওয়ালিল কাফিরীনা বা এবং কাফিরদের জন্য.....)

৩. কখনো কখনো সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করার সময় আরজ করতেন 'রা-ইনা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' অর্থাৎ আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করে এ বাণী আবার সুস্পষ্ট করে দিন! ইহুদিদের ভাষায় 'রা-ইনা' শব্দ গালি ছিল। তারা কুউদ্দেশ্যে এ শব্দটা বলতে আরম্ভ করে দিলো। হযরত সা'দ ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভবিষ্যতে তোমরা এ শব্দটা বললে আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো।' কারণ তিনি ইহুদিদের ভাষা জানতেন। ইহুদিরা বললো, 'মুসলমানরাও তো এ শব্দ বলে থাকে।' তখন আয়াত শরিফ নাযিল হয়। তাতে মুসলমানদেরকেও এ শব্দ বলতে ক্বোরআনিকভাবে নিষেধ করে দেয়া হলো।

হুজুরের প্রতি আদবের খেলাপ এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আরো ইঙ্গিত ক্বোরআনে (সূরা হুজুরাত, আয়াত- ২, সূরা আত্তাওবা, আয়াত- ৬১-৬৬, সূরা আহযাব, আয়াত- ৫৭, এবং সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৭৭) বিভিন্ন আঙ্গিকে বিধৃত আছে। রাসূলের প্রতি আদব রক্ষার ব্যাপারে ক্বোরআনুল করীমের উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বিশেষত মুজাহিদ (রহ.), যাহহাক (রহ.) বলেন যে, কোন ব্যাপারেই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথার অন্যথা কিছু করিও না, রাসূলের সাথে নিজেদেরকে একাকার করিও না। মিলাদ শরিফে যেহেতু রাসূলের সুন্নাহ্ নিয়েই আলোচনা হয়, সালাম কালাম পেশ হয় সেহেতু মিলাদ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সতর্ক হওয়া উচিত। হযরত আমর ইবনে মায়মুন এক বর্ণনায় বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এক বছর ক্রমাগত যাওয়া আসা করলাম, কিন্তু কখনই তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অসম্মানজনকভাবে বর্ণনা করতে দেখিনি। শুধু একদিন অন্যমনস্ক ও বেখেয়ালভাবে 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন' এরূপ বলতেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেললেন। তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে গেলেন, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল, অন্য এক রেওয়ায়তে আছে তিনি হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

খলিফা আবু জা'ফর মনসুর ইমাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর সাথে মসজিদে নববীতে এক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। খলিফা জোরে জোরে কথা বলছিলেন। তখন ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! মসজিদে সংযত কণ্ঠে কথা বলুন। তিনি ক্বোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে খলিফাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁর জীবদ্দশায় যেমন বাধ্যতামূলক ছিল, ওফাতের পরও একই রূপ আছে। ইমাম মালেকের উপদেশ শুনে খলিফা কাঁদতে শুরু করলেন। শান্ত কণ্ঠে ইমাম মালিককে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ্! আমি নিজের চেহারা দুআর মধ্যে কেবলা হতে ফিরাবো নাকি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দরবার হতে ফিরাবো? ইমাম মালিক বললেন, আপনি নবীর দরবার হতে মুখ ফিরাবেন কেন? তিনি তো আপনার ওসিলা এবং আপনার পিতা হযরত আদম সফীউল্লাহর জন্যও ক্বেয়ামতের দিন ওসীলা হবেন। যান, আপনি রাসূলের দরবারে গিয়ে শাফায়াত প্রার্থনা করুন। বুঝা গেল, মিলাদ শরিফের মতো অনুষ্ঠানও রাসূলের আলীশান দরবার। কাজেই একে যারা মেনে নিতে পারে না তারা অহমিকা ও অসত্যের জঞ্জাল নিয়ে আবদ্ধ হয়ে আছেন। এটা তাদের বদ নসীব, নিতান্ত ই দুর্ভাগ্য।

হুদায়বিয়ার একটি ঘটনা স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের দাওয়াতসহ সন্ধির শর্তাবলী স্থির করার জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। কুরাঈশরা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খানায়ে কা'বা তাওয়াফের অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াফের আগে ওসমান তাওয়াফ করতে পারে না। এতে এটিই প্রতীয়মান হয়, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী হযরত ওসমানগণি জিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে কা'বা শরিফের তাওয়াফের চাইতে অধিক পুণ্যের এবং শ্রেষ্ঠতর ইবাদত মনে করেছিলেন।

লেখক: *সাবেক কলেজ শিক্ষক ও বর্তমানে ব্যাংক কর্মকর্তা, ঢাকা*